

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত গেজেট
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৩০, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৬ পৌষ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/৩০ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৬৪(মুঃ প্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৪-৯-১৪১৫ বাং মোতাবেক ২৮-১২-২০০৮খ্রিঃ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০০৮ সনের ৬৪নং অধ্যাদেশ

জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কার্যক্রমের দক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং হিসাব ও নিরীক্ষা পেশার উচ্চতর নজরদারি ব্যবস্থার উন্নয়নের নিমিত্ত একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কার্যক্রমের দক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং হিসাব ও নিরীক্ষা পেশার উচ্চতর নজরদারি ব্যবস্থার উন্নয়নের নিমিত্ত একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সম্ভোষণনভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক বিষয়াদি

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

(১৭৩০৫)

মূল্য : টাকা ১২.০০

২। সংজ্ঞাসমূহ।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(১) “অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস্” অর্থ এই অধ্যাদেশের দ্বারা ৫৩ এর অধীন কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস্ ;

(২) “আপীল ট্রাইব্যুনাল” অর্থ এই অধ্যাদেশের দ্বারা ৩৪ এর অধীন গঠিত আপীল ট্রাইব্যুনাল ;

(৩) “আর্থিক বিবরণী” অর্থ অন্তর্বর্তীকালীন বা চূড়ান্ত স্থিতিপত্র, আয় বিবরণী বা লাভ ও লোকসান হিসাব, ইকুইটি পরিবর্তনের বিবরণ, নগদ প্রবাহ বিবরণী, টীকা ও অপরাপর বিবরণী ও ইহাদের উপর ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি ;

(৪) “আর্থিক বৎসর” অর্থ প্রতিবেদনকারী সংস্থা কর্তৃক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য যে ১২ (বার) মাস সময়কে নির্ধারণ করা হইবে সে সময় ;

(৫) “ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টস্” অর্থ Cost and Management Accountants Ordinance, 1977 (Ord. No. LIVI of 1977) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টস্ ;

(৬) “কাউন্সিল” অর্থ দ্বারা ৪ এর অধীনে গঠিত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল ;

(৭) “চর্চা” অর্থ নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা ফর্ম এর চর্চা বা প্র্যাকটিস ;

(৮) “চেয়ারম্যান” অর্থ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ;

(৯) “জনস্বার্থ সংস্থা” অর্থ—

(ক) সেই সংস্থা যাহা নিম্নের যে কোন একটি নির্ণায়ক পূরণ করিবে—

(অ) কোন সিকিউরিটি ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান যাহার সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫নং আইন) অনুসারে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নিকট প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে ;

(আ) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন) দ্বারা সংজ্ঞায়িত যে কোন ব্যাংক কোম্পানী ;

(ই) বীমা অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৪৭নং অধ্যাদেশ) দ্বারা সংজ্ঞায়িত যে কোন বীমাকারী ;

(ঈ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭নং আইন) দ্বারা সংজ্ঞায়িত যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ;

(উ) কোন সংস্থা যাহার বার্ষিক রাজস্ব পূর্ববর্তী হিসাব বৎসরে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অর্থ সীমা অতিক্রম করিয়াছে ;

(ঊ) কোন সংস্থা যাহা পূর্ববর্তী হিসাব বৎসরের শেষে নিম্ন শর্তসমূহের যে কোন দুইটি পূরণ করিবে, যদি—

(১) উহা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়োগ করে ;

(২) উহার মোট পরিসম্পদ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অর্থ সীমা অতিক্রম করে ;

(৩) উহার শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটি ব্যতীত মোট দায় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়সীমা অতিক্রম করে ; এবং

(খ) উপ-দফা (ক) তে উল্লিখিত শর্ত পূরণকারী নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহও অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ—

(অ) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানী বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ;

(আ) সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ;

- (২) ব্যক্তিগত পরিচালিত বাংলাদেশে খোজা কার্যক্রম পরিচালনাকারী বেসরকারী সংস্থা (NGO), নিবন্ধিত ইউক বা-না ইউক ; এবং
- (৩) অনুরূপ অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ;
- (১০) "নিরীক্ষা ফর্ম" অর্থ নিরীক্ষা সেবা প্রদানকারী কোন ফর্ম ;
- (১১) "নিরীক্ষক" অর্থ স্বতন্ত্রভাবে বা কোন নিরীক্ষা ফর্মের কর্মচারী বা অংশীদার হিসাবে কোন নিরীক্ষা সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ;
- (১২) "নিবন্ধিত নিরীক্ষক" অর্থ এই অধ্যাদেশের দ্বারা ৪০ অনুসারে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি ;
- (১৩) "পরিচালক" অর্থ কোম্পানী আইন ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের আইন নং ১৮) এর দ্বারা ২(ক) এ সংজ্ঞায়িত পরিচালক বা সরকারি মালিকানাধীন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বোর্ডের সদস্য ;
- (১৪) "পেশাদার একাউন্টেন্ট প্রতিষ্ঠান" অর্থ ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ ;
- (১৫) "পেশাদার একাউন্টেন্ট" অর্থ বাংলাদেশের কোন পেশাদার একাউন্টেন্ট প্রতিষ্ঠানের সদস্যভুক্ত কোন ব্যক্তি ;
- (১৬) "পেশাদার একাউন্টিং সেবা" অর্থ পেশাদার একাউন্ট্যান্ট কর্তৃক হিসাব, নিরীক্ষা, কর ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনা পরামর্শ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে প্রদত্ত সেবা ;
- (১৭) "প্রবিধান" অর্থ দ্বারা ৭৮ এর অধীন প্রণীত প্রবিধান ;
- (১৮) "ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্" অর্থ দ্বারা ৫২ এর অধীন কাউন্সিল কর্তৃক ইস্যুকৃত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্ ;
- (১৯) "বাংলাদেশের ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্" অর্থ Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O No. 2 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ ;
- (২০) "বার্ষিক প্রতিবেদন" অর্থ কোন সংস্থা ইহার আর্থিক বিনয়ী ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং পরিচালনা পরিষদের প্রতিবেদনসহ উক্ত সংস্থার কার্যক্রম প্রতিফলনপূর্বক বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রকাশকারী দলিল ;
- (২১) "বিধি" অর্থ দ্বারা ৭৯ এর অধীন প্রণীত বিধি ;
- (২২) "লাইসেন্সপ্রাপ্ত নিরীক্ষক" অর্থ পেশাদার একাউন্টেন্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষা সেবা প্রদানের জন্য নিরীক্ষা চর্চা সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;
- (২৩) "সংস্থা (entity)" অর্থ কোন আইনের অধীন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে গঠিত নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত সংস্থা ;
- (২৪) "সদস্য" অর্থ কাউন্সিলের সদস্য ;
- (২৫) "সরকার" অর্থ এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ;

৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্য।—Comptroller and Auditor General (Additional Functions) Act, 1974 (Act No. XXIV of 1974) ব্যতীত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

৪। কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা।—(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহন থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

৫। কাউন্সিলের কার্যালয়, ইত্যাদি।—কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে, তবে কাউন্সিল, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশের যে কোন স্থানে ইহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। কাউন্সিলের গঠন, ইত্যাদি।—(১) কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ—

- (ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন ;
- (খ) সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান ;
- (গ) বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ;
- (ঘ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর চেয়ারম্যান ;
- (ঙ) উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুসারে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ২ (দুই) জন অভিজ্ঞ পেশাদার একাউন্টেন্ট ;
- (চ) নির্বাহী কর্মকর্তাগণ ;
- (ছ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর—

- (ক) দফা (ক) হইতে (ঘ)-তে উল্লিখিত সদস্যগণ কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য হইবেন এবং তাঁহারা কাউন্সিলের খন্ডকালীন সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন ;
- (খ) দফা (ঙ)-তে উল্লিখিত সদস্যগণ খন্ডকালীন সদস্য হইবেন ;
- (গ) দফা (চ) ও (ছ)-তে উল্লিখিত সদস্যগণ কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, চেয়ারম্যান পুনর্বার স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন স্থায়ী সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) সরকার নিম্নবর্ণিত ক্যাটাগরি হইতে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদে কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞ সদস্য নিযুক্ত করিবে—

- (ক) ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন নন-প্র্যাকটিসিং অভিজ্ঞ পেশাদার একাউন্টেন্ট এর প্যানেল হইতে একজন ; এবং
- (খ) ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন নন-প্র্যাকটিসিং অভিজ্ঞ পেশাদার একাউন্টেন্ট এর প্যানেল হইতে একজন।

(৫) উপ-ধারা (১) এর দফা (চ)-তে উল্লিখিত, নির্বাহী কর্মকর্তাগণ কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য হিসাবে কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিবেন, তবে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে না।

৭। কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ, ইত্যাদি।—(১) কাউন্সিলের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অনূর্ধ্ব ৪ (চার) জন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবে।

(২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থায়ী ও বিশেষজ্ঞ সদস্যগণের প্রস্তাবের ভিত্তিতে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) নির্বাহী কর্মকর্তাগণ দ্বারা ৮ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

৮। বাছাই কমিটি।—(১) নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে।

(২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বাছাই কমিটির সভাপতি হইবেন।

(৩) নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, বাছাই কমিটি নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ২ (দুই) জন ব্যক্তির নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিয়োগ প্রদানের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) বাছাই কমিটি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে নির্বাচন করিবে।

৯। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী কর্মকর্তাগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।—(১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীকে হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষা, অর্থনীতি, আইন বা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞতাসহ নির্বাহী কাজের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(২) ধারা ২৭ (১) এর—

(ক) দফা (ক), (খ) ও (গ) এ উল্লিখিত বিভাগের নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীকে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্, ইন্টারন্যাশনাল অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রয়োগের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে; এবং

(খ) দফা (ঘ) এ উল্লিখিত বিভাগের নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীকে আইনজীবী হিসাবে ব্যবসা সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন;

(গ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপি হিসাবে ঘোষিত হন;

(ঘ) নৈতিক স্বলনজনিত অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক অনূন ২(দুই) বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং উক্ত দণ্ড হইতে মুক্তি লাভের পর ৫(পাঁচ) বৎসর সময় অতিক্রান্ত না হয়;

(ঙ) শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(চ) কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারণ করিবার এখতিয়ার রহিয়াছে এমন কোন বিষয় হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেন; এবং

(ছ) নিযুক্ত হইবার পর নিজ নামে বা অন্য কোন ব্যক্তির নামে হিসাবরক্ষণ বা নিরীক্ষার কাজে পাবলিক প্র্যাকটিসে জড়িত থাকেন।

ব্যাখ্যা : উপ-ধারা (৩) (গ) এ উল্লিখিত “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

১০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী কর্মকর্তার চাকুরীর মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি।—(১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং নির্বাহী কর্মকর্তাগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ৪(চার) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং অনুরূপ একটি মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রদান নির্বাহী কর্মকর্তা ও কোন নির্বাহী কর্মকর্তা ৬৭(সাতষষ্টি) বৎসর বয়স পূর্ণ করিলে, উক্ত পদে নিযুক্ত হইবার বা বহাল থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং নির্বাহী কর্মকর্তাগণ যে কোন সময়, ১(এক) মাসের লিখিত নোটিশ প্রদানপূর্বক, অর্থমন্ত্রীর বরাবর স্বাক্ষরযুক্ত পরামর্শে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

১১। কাউন্সিলের কোন সদস্যের অপসারণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি।—(১) কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য ব্যতীত অন্য কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে, যদি তিনি—

- (ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন বা দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান;
- (খ) সঙ্গত কারণ ব্যতীত তিন মাসের অধিক সময় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন;
- (গ) ধারা ৯(৩) এর শর্তানুযায়ী সদস্য থাকিবার অযোগ্য হইয়া পড়েন;
- (ঘ) এমন কোন কাজ করেন যাহা কাউন্সিলের জন্য ক্ষতিকর হয়;
- (ঙ) এমন আচরণ, বা নিজের পদকে এমনভাবে ব্যবহার করেন যাহা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য বা জনস্বার্থকে ব্যাহত করে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কারণে কোন সদস্য তাহার পদে বহাল থাকিবার অযোগ্য হইতে পারেন বলিয়া সরকারের নিকট যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ উপজাত হইলে, সরকার, উক্ত কারণের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে এবং উক্তরূপে কোন কমিটি গঠিত হইলে সরকার কমিটি গঠনকারী আদেশে উক্ত কমিটি কর্তৃক তৎসম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে উক্ত সদস্যের অযোগ্যতা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি ও কারণসহ সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে কি না এবং উক্ত ব্যক্তিকে অপসারণ করা সমীচীন কি না, তৎসম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকিতে হইবে।

(৪) সরকার যথাসম্ভব উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন প্রস্তাবিত অপসারণ সম্পর্কে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ না দিয়া সরকার কোন ব্যক্তিকে অপসারণ করিবে না।

(৬) এই ধারার অধীন অপসারিত কোন ব্যক্তি কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে বা অন্য কোন পদে পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন না।

১২। বিশেষজ্ঞ সদস্য, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইত্যাদির পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি।—কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিশেষজ্ঞ সদস্য, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী কর্মকর্তাগণের পারিশ্রমিক, ভাতাদি, সুযোগ-সুবিধা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্ত নির্ধারণ করিবে এবং উহা কাউন্সিল ও তাহাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী স্থিরীকৃত হইবে।

১৩। কাউন্সিলের সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ।—কাউন্সিলের সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা ৩—

- (ক) জনস্বার্থ সংস্থাসমূহকে আর্থিক ও অআর্থিক তথ্যের উচ্চমান সম্পন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুতে উদ্বুদ্ধ করা;
- (খ) নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত সকল প্রকারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত নিরীক্ষকদের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা কাজের সর্বোচ্চমান নিশ্চিত করা;
- (গ) আর্থিক প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা;
- (ঘ) হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা সেবার গুণগতমান উন্নত করা;
- (ঙ) হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষার পেশাগত কার্যক্রমের সততা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা; এবং
- (চ) হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা পেশার উন্নয়ন সাধন করা।

১৪। কাউন্সিলের কার্যাবলী।—কাউন্সিলের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

- (ক) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন ও উহার বাস্তবায়ন;
- (খ) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস এর সঠিকতা ও নিরপেক্ষতা পরিবীক্ষণ;
- (গ) পেশাগত আচরণের উচ্চমান বজায় রাখিবার লক্ষ্যে নিরীক্ষকদের চর্চা ও অনুশীলন পরিবীক্ষণ;
- (ঘ) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস এর প্রতিপালন পরিবীক্ষণ ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;
- (ঙ) হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলীর সহিত সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয়ের উপর পরামর্শমূলক ও তথ্যগত সেবা প্রদান;
- (চ) নিরীক্ষকদের নিবন্ধন এবং তৎসংক্রান্ত তথ্য রেজিস্টারে সংরক্ষণ;
- (ছ) অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত রিপোর্টিং চাহিদার প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;
- (জ) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস এর উন্নয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সমন্বয় ও সহযোগিতাকরণ;
- (ঝ) ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড ও ইন্টারন্যাশনাল অডিটিং এন্ড এস্যুরেন্স স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড এবং উহাদের উত্তরসূরী সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত স্ট্যান্ডার্ডস প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;
- (ঞ) পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণমূলক ও পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রমের নজরদারি;
- (ট) হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষার উপর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন;
- (ঠ) নিবন্ধিত নিরীক্ষকদের চর্চার পুনরীক্ষণ (review) ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ও শৃংখলামূলক কার্যক্রম পরিচালনা;
- (ড) জনস্বার্থ সংস্থার আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদনসমূহ পুনরীক্ষণ;
- (ঢ) আর্থিক প্রতিবেদন, হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষা ও কর্পোরেট গভর্ন্যান্স পদ্ধতিকে প্রভাবিত করিয়া থাকে এইরূপ যে কোন বিষয়ের উপর গবেষণাকে উৎসাহিত ও, ক্ষেত্রমত, অর্থায়ন;
- (ণ) এই অধ্যাদেশের অধীন অনুসন্ধান পরিচালনা ও, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধিত নিরীক্ষক, জনস্বার্থ সংস্থা এবং এ ধরনের সংস্থার কর্মকর্তাদের উপর দণ্ড আরোপ করিবার মাধ্যমে এই অধ্যাদেশ, অন্য কোন আইন ও কাউন্সিলের কোড, বিধি ও প্রবিধানমালার প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;
- (ত) কাউন্সিলের কার্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি বা স্কীম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;
- (থ) কাউন্সিলের কার্য সম্পাদনের সহিত সম্পর্কিত বা উহার সহায়ক হয় এইরূপ স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া;
- (দ) আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রতিবেদন, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান; এবং
- (ধ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিল যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ কার্য সম্পাদন।

১৫। কাউন্সিলের ক্ষমতা।—(১) কাউন্সিলের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত কাউন্সিল, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সামগ্রিক ক্ষমতার আওতায়, নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাদি কাউন্সিল প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথাঃ—

- (ক) কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ও কার্যের সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে এইরূপ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত সহযোগিতা করা বা উহার সদস্য হওয়া বা উহার অধিভুক্ত হওয়া;
- (খ) কার্য-সম্পাদনের প্রয়োজনে উপযুক্ত যে কোন ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া;
- (গ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিষয়ে চার্জ ও ফি নির্ধারণ;
- (ঘ) এই অধ্যাদেশ ও প্রবিধানের অধীন জরিমানা আরোপ;
- (ঙ) আর্থিক প্রতিবেদন, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোড, গাইডলাইন, প্রবিধান ও স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন ও উহার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা।

১৬। কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন।—(১) উপ-ধারা (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, কাউন্সিল, ইহার অর্থ বৎসর সমাপ্তির ৪ (চার) মাসের মধ্যে, সরকারের নিকট তদ্বর্তক পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

- (ক) বার্ষিক আর্থিক বিবরণী;
- (খ) কাউন্সিলের কর্মকাণ্ডের সার্বিক পর্যালোচনা;
- (গ) কাউন্সিলের যে সকল লক্ষ্য অর্জিত হইয়াছে উহার বিবরণ;
- (ঘ) কাউন্সিলের সদস্যদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও পারিশ্রমিক সংক্রান্ত তথ্য; এবং
- (ঙ) কাউন্সিলের সভায় সদস্যদের উপস্থিতির বিবরণী।

(৩) বার্ষিক আর্থিক বিবরণী বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নিরীক্ষিত হইতে হইবে এবং উক্ত বিবরণী কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণক্রমে প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কাউন্সিলের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাগর এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে কাউন্সিলের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন অর্থ মন্ত্রীর নিকট পেশ করিতে হইবে এবং অর্থমন্ত্রী যথাশীঘ্র উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

১৭। কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি।—(১) কাউন্সিল উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৮। প্রেষণে কাউন্সিলের জনবল নিয়োগ।—(১) কাউন্সিল যে কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার উপযুক্ত কর্মচারীকে, তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে, কাউন্সিলে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিযুক্ত ব্যক্তি কাউন্সিলের অন্যান্য কর্মচারীর ন্যায় একইরূপ শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদীনে কর্মরত থাকিবেন, তবে তাহার উপর কোন দণ্ড আরোপের প্রশ্ন সেখা দিলে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি উক্ত ব্যক্তির নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৯। কাউন্সিলের সভাসমূহ।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কাউন্সিল উহার সভার কার্যপদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিলের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে প্রতি তিন (৩) মাসে অন্ততঃ একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কাউন্সিলের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তদকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে মোট ৩(তিন) জন সদস্য কাউন্সিলের সভা আহ্বানের জন্য লিখিতভাবে চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান সভা আহ্বান করিবেন।

(৫) নির্বাহী কর্মকর্তাগণ ব্যতিত মোট ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৬) উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) শুধুমাত্র চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য পদে শূণ্যতা থাকিবার কারণে কাউন্সিলের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

২০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইত্যাদি।—প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

- (ক) কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত কার্যাবলী ও বিষয়সমূহের যথাযথ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা;
- (খ) বার্ষিক বাজেট ও কর্মসূচি প্রণয়ন;
- (গ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন বিষয়ের অনুসন্ধান পরিচালনা; এবং
- (ঘ) কাউন্সিল কর্তৃক সময় সময় অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন।

২১। ক্ষমতা অর্পণ।—কাউন্সিল, লিখিত আদেশ দ্বারা, আদেশে নির্ধারিত শর্তাদীনে এই অধ্যাদেশের অধীন উহার সকল বা যে কোন ক্ষমতা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী কর্মকর্তা, কাউন্সিলের কোন কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২২। কমিটিসমূহ।—কাউন্সিল, এই অধ্যাদেশের অধীন উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কোন কার্য-সম্পাদনে সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক সদস্য বা উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তি সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে, এবং এইরূপ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায় কাউন্সিলের আর্থিক নিয়মাদি

২৩। কাউন্সিলের তহবিল।—(১) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল তহবিল নামে কাউন্সিলের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ—

- (ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (খ) এই অধ্যাদেশের অধীন জমাকৃত ফি, চার্জ ও জরিমানা;
- (গ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সেবা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ; এবং
- (ঘ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) এই তহবিল কাউন্সিলের নামে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই তহবিল হইতে অর্থ উঠানো যাইবে।

(৩) এই তহবিলের অর্থ হইতে সদস্য, কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) কাউন্সিল তহবিলের অর্থ বা উহার অংশ বিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

২৪। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।—কাউন্সিল প্রতি বৎসর প্রাবন্ধের অনূন্য ৩(তিন) মাস পূর্বে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

২৫। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন।—কাউন্সিল প্রতিবৎসর উহার একটি কর্ম পরিকল্পনা ও কর্ম কৌশল প্রণয়ন করিবে এবং উহা অবগতির জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

২৬। শুদ্ধ, লেভি, চার্জ, ইত্যাদি হইতে অব্যাহতি।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কাউন্সিল, মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত অন্য যে কোন ধরনের শুদ্ধ, লেভি, চার্জ, ফি, রেট বা কর পরিশোধ করা হইতে অব্যাহতি পাইবে।

চতুর্থ অধ্যায় কাউন্সিলের কর্মবিভাগ, ইত্যাদি

২৭। কাউন্সিলের কর্মবিভাগ।—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত বিভাগসমূহ সমন্বয়ে কাউন্সিলের কর্ম বিভাগ গঠিত হইবে—

- (ক) মানদণ্ড নির্ধারণী বিভাগ (Standard Setting Department);
- (খ) আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগ (Financial Reporting Monitoring Department);
- (গ) নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগ (Audit Practice Review Department); এবং
- (ঘ) প্রয়োগকারী বিভাগ (Enforcement Department);

(২) ধারা ৭ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উক্ত বিভাগসমূহের প্রধান হইবেন।

২৮। মানদণ্ড নির্ধারণী বিভাগের দায়িত্ব।—মানদণ্ড নির্ধারণী বিভাগের দায়িত্ব হইবে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন, নবায়ন, উন্নয়ন ও পরিগ্রহণ সম্পর্কে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রণয়নপূর্বক উহা কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা।

২৯। আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব।—(১) আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব হইবে এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোন আইনের অধীন ইস্যুকৃত যে কোন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস্, কোড বা গাইডলাইন জনস্বার্থ সংস্থা কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইতেছে কিনা উহা পরিবীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সনাক্ত করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, উক্ত বিভাগ সংশ্লিষ্ট জনস্বার্থ সংস্থা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে যে, উক্ত বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যক্রমের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিষয়টি উক্ত বিভাগের নিকট উত্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কার্য সম্পাদনের সময় যদি উক্ত বিভাগের নিকট উন্মোচিত হয় যে, কোন জনস্বার্থ সংস্থা কর্তৃক ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস্, কোড বা গাইডলাইন অনুসৃত হইতেছে না, তাহা হইলে বিষয়টি বিনেচনাক্রমে তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত বিভাগ উক্ত বিষয়ে উহার মতামত (findings) ও সুপারিশ প্রয়োগকারী বিভাগকে অবহিত করিবে।

(৪) এই অধ্যাদেশ এবং তদধীন প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে, উক্ত বিভাগ তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে উহার পরিবীক্ষণ কার্য পরিচালনা করিবে।

৩০। নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব।—(১) নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

- (ক) পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠানের জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের নজরদারি;
- (খ) নিবন্ধিত নিরীক্ষক, নিরীক্ষা ফার্ম, বা নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্মকে সহায়তা করিয়া থাকে এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের চর্চার পুনরীক্ষণ;
- (গ) কোন নিবন্ধিত নিরীক্ষক, নিরীক্ষা ফার্ম বা নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্মকে সহযোগিতা করিয়া থাকে এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত চর্চা কোড বা অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডসমূহের প্রতিপালন অথবা উক্ত কোড বা স্ট্যান্ডার্ড এর কোন শর্ত বা বিধান ভঙ্গ হইয়াছে কিনা উহা নির্ধারণ;
- (ঘ) প্রতি ৩ (তিন) বৎসর অন্তর একবার করিয়া প্রত্যেক পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়ন্ত্রকমূলক ব্যবস্থার পুনরীক্ষণ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পেশাগত মান বজায় রাখিয়া একাউন্টেন্সি পেশার উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে কিনা এবং উহার গঠনকারী সনদে (charter) বর্ণিত অন্যান্য জনস্বার্থ বিষয়ক উদ্দেশ্য প্রতিপালন করিয়া জনস্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করিতেছে কিনা উহার পুনরীক্ষণ।

(২) নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগ তদকর্তৃক পরিচালিত পুনরীক্ষণ রিপোর্ট সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে জানাইবে এবং উক্ত বিষয়ে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন আপত্তি থাকিলে উহা সরাসরি উক্ত বিভাগের নিকট দাখিল করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর কার্য সম্পাদনের সময় কোন ব্যর্থতা চিহ্নিত হইলে, উক্ত বিভাগ বিষয়টি সম্পর্কে উহার মতামত ও সুপারিশ প্রয়োগকারী বিভাগকে অবহিত করিবে এবং উক্তরূপে কোন সুপারিশ প্রয়োগকারী বিভাগের নিকট পেশ করা হইলে উক্ত বিভাগ উহার ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) এই অধ্যাদেশ এবং তদধীন প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে, উক্ত বিভাগ তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে উহার পুনরীক্ষণ কার্য সম্পাদন করিবে।

৩১। প্রয়োগকারী বিভাগের কার্যাবলী।—(১) প্রয়োগকারী বিভাগের প্রধান দায়িত্ব হইবে কাউন্সিলের অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত মতামত ও সুপারিশ বা অন্য কোন আইনের অধীন প্রণীত স্ট্যান্ডার্ডস্ অনুসরণে ব্যর্থতা বা লঙ্ঘন সম্পর্কে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি কাউন্সিলের নিকট প্রেরিত কোন বিষয় বিবেচনা করা এবং উক্ত বিষয়ের উপর, প্রয়োজনে, তদন্ত পরিচালনাক্রমে এই অধ্যাদেশের অধীন উক্ত লঙ্ঘন বা ব্যর্থতার জন্য সম্ভাব্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নকল্পে উহা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অবহিতকরণ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রয়োগকারী বিভাগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তাবিত লঙ্ঘন বা ব্যর্থতার অভিযোগ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া কোন সুপারিশ প্রণয়ন করিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়
আপত্তি শুনানী, আপীল, ইত্যাদি

৩২। প্রয়োগকারী বিভাগের সুপারিশের উপর আপত্তি ও শুনানী।—(১) কোন জনস্বার্থ সংস্থা, নিবন্ধিত নিরীক্ষক, নিরীক্ষা ফর্ম বা পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠান প্রয়োগকারী বিভাগের কোন সুপারিশের উপর কোনরূপ আপত্তি জানাইতে চাহিলে তৎসম্পর্কে অবহিত হইবার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উহার কারণ বর্ণনা করিয়া কাউন্সিলের নিকট লিখিতভাবে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আপত্তি দাখিলের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উক্ত আপত্তি বিবেচনা ও শুনানীর জন্য কাউন্সিল অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি শুনানী প্যানেল গঠন করিবে এবং উক্ত প্যানেলের প্রয়োগকারী বিভাগ এবং যে বিভাগের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের সূচনা করা হইয়াছে সে বিভাগের কোন নির্বাহী কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবে না।

(৩) আপত্তি বিবেচনার উদ্দেশ্যে, শুনানী প্যানেল প্রয়োগকারী বিভাগের নিকট হইতে তৎকর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ সম্পর্কে লিখিত ব্যাখ্যা, যদি থাকে, চাহিয়া নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে শুনানী প্যানেলের নিকট প্রয়োগকারী বিভাগ উহার লিখিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিবে।

(৫) শুনানী প্যানেল গঠিত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৬) শুনানী প্যানেল প্রয়োগকারী বিভাগের সিদ্ধান্ত বহাল রাখিতে অথবা সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৭) শুনানী প্যানেল উপ-ধারা (৬) এর অধীন গৃহীত সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে কাউন্সিলের নিকট পেশ করিবে এবং কাউন্সিল উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রত্যয়নপূর্বক উহা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অবগতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৮) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন কাউন্সিলের নিকট কোন আপত্তি দাখিল করা না হয়, তাহা হইলে কাউন্সিল প্রয়োগকারী বিভাগের সুপারিশকেই প্রত্যয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অবহিত করিবে।

৩৩। কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল।—(১) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত হইবার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে, আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবে এবং শুনানী প্যানেলের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছিল এইরূপ সাক্ষ্য বা দলিল এবং তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আপীল ট্রাইব্যুনালে পেশ করা যাইবে।

(২) উক্তরূপ আপীলের ক্ষেত্রে আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৩৪। আপীল ট্রাইব্যুনাল।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন আপীল শুনানীর জন্য সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একটি হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান ও ২ (দুই) জন সদস্য সমন্বয়ে আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে।

(৩) ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এমন একজন ব্যক্তি হইবেন যিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য যোগ্য।

(৪) ট্রাইব্যুনালের একজন সদস্য এমন ব্যক্তি হইবেন, যিনি একজন পেশাদার একাউন্টেন্ট অথবা এমন ব্যক্তি যাহার আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস্ এর উপর ব্যবহারিক জ্ঞান রহিয়াছে এবং অপর সদস্য এমন ব্যক্তি হইবেন যাহার ব্যবসা বা অর্থ প্রশাসনে অন্যান্য ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

- (৫) আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার বসিবার স্থান ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।
- (৬) আপীল ট্রাইব্যুনাল শুনানী প্যানেলের কোন সিদ্ধান্ত বহাল রাখিতে অথবা সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবে অথবা সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা স্থগিতপূর্বক অন্তর্বর্তীকালীন যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।
- (৭) আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অভিমত অনুযায়ী গৃহীত হইবে।
- (৮) আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট আপীলকারীর বিরুদ্ধে প্রদান করা হইলে, উক্ত আপীলকারীকে আপীল সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বহন করিতে হইবে।
- (৯) আপীল ট্রাইব্যুনালের সকল ব্যয়ভার কাউন্সিলের তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চর্চা কোড, পেশাগত আচরণ ও নৈতিক কোড, ইত্যাদি

৩৫। চর্চা কোড (code of practice), প্রবিধান, ইত্যাদি প্রণয়ন।—(১) কাউন্সিল নিবন্ধিত নিরীক্ষক ও জনস্বার্থ সংস্থা কর্তৃক ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে চর্চা কোড, গাইডলাইন ও প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত চর্চা কোড, গাইডলাইন ও প্রবিধান পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসৃত চর্চা কোড ও প্রবিধানের উপর অগ্রগণ্যতা লাভ করিবে।

৩৬। পেশাগত আচরণ ও নৈতিক কোড (Code of Professional Conduct and Ethics)।—কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরামর্শক তাহাদের স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে পেশাগত আচরণের মান প্রতিষ্ঠাকল্পে, কাউন্সিল পেশাগত আচরণ ও নৈতিক কোড প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৭। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা।—কাউন্সিল, এই অধ্যাদেশের অধীন উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে, তদকর্তৃক উপযুক্ত হইবে মর্মে বিবেচিত হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করিতে পারিবে।

৩৮। তথ্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা।—কাউন্সিলের সম্মতি ব্যতিরেকে, কাউন্সিল বা উহার কমিটির কোন সদস্য বা আপীল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য বা কাউন্সিলের কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত পরামর্শক কোন তথ্য প্রকাশ করা সহ ব্যক্তিগত বা অন্য কোন ব্যক্তির সুবিধার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহার কার্য সম্পাদনের সূত্রে প্রাপ্ত কোন তথ্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা ৪—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “তথ্য প্রকাশ” বা “তথ্যের ব্যবহার” অর্থে কাউন্সিল বা উহার কমিটির কোন সদস্য বা আপীল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য বা কোন কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত কোন পরামর্শকের হেফাজত বা নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা কোন রেকর্ড বা দলিলে অন্য কোন ব্যক্তির প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

নিবন্ধন, ইত্যাদি

৩৯। নিরীক্ষকদের জন্য নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা।—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি নিবন্ধন ব্যতীত কোন জনস্বার্থ সংস্থার নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ লাভ করিতে পারিবে না বা কোন পারিতোষিকের বিনিময়ে নিরীক্ষা সংক্রান্ত কোন সেবা প্রদান করিতে পারিবে না।

(২) এই ধারার কোন কিছুই Comptroller and Auditor General (Additional Functions) Act, 1974 (XXIV of 1974) এর অধীন মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর নিরীক্ষা কার্য পরিচালনার অধিকারের উপর কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করিবে না।

৪০। নিবন্ধন।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে, জনস্বার্থ সংস্থার একজন নিরীক্ষককে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধের আবেদনপত্রের সহিত কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ফি এবং তথ্যাদি জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্রে উল্লিখিত বিষয়াবলী এবং উহার সহিত জমাকৃত তথ্যাদি পরীক্ষান্তে কাউন্সিল যদি এই মর্মে সম্মত হয় যে, আবেদনকারী—

(ক) পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত নিরীক্ষক এর সনদধারী,

(খ) উপযুক্ত এবং যোগ্য ব্যক্তি, এবং

(গ) কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পালন করিতে সক্ষম, তাহা হইলে কাউন্সিল উক্ত নিরীক্ষককে জনস্বার্থ সংস্থার নিরীক্ষক হিসাবে নিবন্ধন করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন নিরীক্ষককে জনস্বার্থ সংস্থার নিরীক্ষক হিসাবে নিবন্ধন করা হইলে, কাউন্সিল তদ্ব্যবসায় সংরক্ষিত রেজিস্টারে উক্ত নিরীক্ষকের নামসহ অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন নিরীক্ষককে নিবন্ধন না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে, কাউন্সিল উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে আবেদনকারীকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিবে।

৪১। নিবন্ধনের মেয়াদ, নিবন্ধন নবায়ন।—(১) কোন নিরীক্ষকের নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে ৫ (পাঁচ) বৎসর, তবে উক্ত মেয়াদ নবায়নযোগ্য হইবে।

(২) কোন নিবন্ধিত নিরীক্ষক তাহার নিবন্ধনের মেয়াদ নবায়ন করিতে চাহিলে নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হইবার ৩ (তিন) মাস পূর্বে, কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ফরম এবং পদ্ধতিতে, কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কাউন্সিল যদি এই মর্মে সম্মত হয় যে, সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত নিরীক্ষক নিবন্ধন সম্পর্কিত শর্তাবলী পূরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে কাউন্সিল উক্ত নিবন্ধিত নিরীক্ষকের নিবন্ধনের মেয়াদ নবায়ন করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন নিবন্ধিত নিরীক্ষক নিবন্ধন নবায়নের জন্য কোন আবেদন করিলে, কাউন্সিল কর্তৃক নবায়নের আবেদন বিবেচনা করা পর্যন্ত উক্ত নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও বহাল থাকিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোন নিবন্ধন নবায়ন করা হইলে, যে তারিখে উহার নবায়ন শুরু হইত সে তারিখেই নিবন্ধনের মেয়াদ শুরু হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

৪২। নিরীক্ষা চর্চা (Audit Practice)।—(১) কাউন্সিলের অনুমোদন ব্যতিরেকে নিবন্ধিত নিরীক্ষক নিজের নামে বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোন ফার্মের নামে নিরীক্ষা চর্চা করিতে পারিবেন না।

(২) কোন নিবন্ধিত নিরীক্ষক কোন ফার্মের নামে নিরীক্ষা চর্চা করিতে চাহিলে, তিনি সংশ্লিষ্ট ফার্মের নাম অনুমোদনের জন্য কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদনপত্রের সহিত কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ফি ও ফার্মের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার বিবরণসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্রে উল্লিখিত বিষয়াবলী এবং উহার সহিত জমাকৃত তথ্যাদি পরীক্ষান্তে কাউন্সিল, সমুদয় হইলে, উক্ত ফার্মের নাম অনুমোদন করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন ফার্মের নাম অনুমোদন না করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, কাউন্সিল উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে আবেদনকারীকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৬) কোন নিবন্ধিত নিরীক্ষক অনুমোদিত ফার্মের সহিত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কোন জনস্বার্থ সংস্থাকে নিরীক্ষা সেবা প্রদান করিলে, উক্ত ফার্ম প্রতি পঞ্জিকা বৎসরের শেষে অংশীদারগণের মধ্যে নিবন্ধিত নিরীক্ষক এবং অনিবন্ধিত নিরীক্ষকগণের নামের তালিকা কাউন্সিলের নিকট দাখিল করিবে।

(৭) কোন অনুমোদিত ফার্মের কোন নিবন্ধিত নিরীক্ষক বা কোন অংশীদার ফার্ম হইতে পদত্যাগ বা যোগদান করিলে, উক্ত ফার্ম, যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত পদত্যাগ বা যোগদানের বিষয় লিখিতভাবে কাউন্সিলকে অবহিত করিবে।

৪৩। নিরীক্ষা ফার্মের নাম অনুমোদনে বিধি-নিষেধ।—কোন নিরীক্ষা ফার্মের নাম অনুমোদন করা যাইবে না, যদি উহা—

- (ক) কাউন্সিল কর্তৃক ইতিমধ্যে অনুমোদিত হইয়াছে এমন কোন নিরীক্ষা ফার্মের নামের অনুরূপ হয়;
- (খ) এমন কোন ফার্মের নামের সহিত এইরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, যাহা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতে পারে;
- (গ) কাউন্সিলের মতে বিভ্রান্তিমূলক, আপত্তিকর বা অন্য কোনভাবে জনস্বার্থ বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়; অথবা
- (ঘ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়া থাকে।

৪৪। নাম বা কোন তথ্যের পরিবর্তন।—কোন নিবন্ধিত নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা ফার্ম নাম বা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ কোন তথ্য পরিবর্তন করিলে, এইরূপ পরিবর্তন সম্পর্কে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত পরিবর্তন করিবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কাউন্সিলকে অবহিত করিতে হইবে।

৪৫। অননুমোদিত নিরীক্ষা চর্চা।—(১) জনস্বার্থ সংস্থার কোন নিরীক্ষক, কাউন্সিলের সম্মতি ব্যতিরেকে, এমন কোন ব্যক্তিকে নিরীক্ষার কার্যে নিয়োজিত করিতে পারিবে না, যাহার নিবন্ধন কাউন্সিল কর্তৃক স্থগিত করা হইয়াছে অথবা যাহাকে নিবন্ধিত নিরীক্ষক হিসাবে নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করা হইতে কাউন্সিল কর্তৃক বিরত রাখা হইয়াছে।

(২) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে কাউন্সিলকে অবহিত না করিয়া কোন নিবন্ধিত নিরীক্ষক কোন নিরীক্ষা ফার্মের নামে চর্চা করিতে পারিবেন না :—

- (ক) অংশীদারি কারবারের ক্ষেত্রে, ফার্মের অংশীদারগণের নাম ও পরিচয় জ্ঞাপনকারী স্বাক্ষর;
- (খ) ফার্মের লেটার হেড ব্যবহারের ক্ষেত্রে, উহার একটি অনুলিপি;
- (গ) যদি ফার্মের নাম কোন আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এর অনুরূপ হয় বা ফার্ম কোন আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত হয় অথবা ফার্মের লেটার হেড বা অন্য কোন দলিল হইতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ফার্ম কোন আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের অংশ, তাহা হইলে উক্ত আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সহিত সম্পর্কের দালিলিক প্রমাণসহ বিস্তারিত বিবরণ।

(৩) কোন নিবন্ধিত নিরীক্ষক অন্য কোন নিবন্ধিত নিরীক্ষক কর্তৃক সম্পাদিত কোন হিসাব, বিবরণ, প্রতিবেদন বা অন্য কোন দলিল স্বাক্ষর করিবেন না, যদি না তিনি উহাতে সমুদয় হন এবং সম্পাদিত কাজের জন্য পূর্ণ দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৪৬। নিরীক্ষকের প্রতিবেদন (report) ও অভিমত (opinion)।—(১) কোন সংস্থার আর্থিক বিবরণী সম্পর্কে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবার ক্ষেত্রে নিরীক্ষক এই মর্মে তাহার স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিবেন যে, উক্ত প্রতিবেদন প্রযোজ্য অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস এবং এই অধ্যাদেশ ও অন্য কোন আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান প্রতিপালনক্রমে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(২) ধারা ৫৩ এর অধীন কাউন্সিল কর্তৃক ইস্যুকৃত অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণ না করিয়া কোন নিবন্ধিত নিরীক্ষক তাহার প্রতিবেদনে কোন অভিমত ব্যক্ত করিবেন না।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন সংস্থা ইহার বার্ষিক প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট সংস্থার পরিচালকবৃন্দ বা কর্মতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই মর্মে প্রকাশ (disclose) করে যে, উক্ত প্রতিবেদনে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড বা অন্য কোন নিয়ন্ত্রণমূলক অবশ্য পালনীয় ব্যবস্থাদি প্রতিপালনক্রমে প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে নিরীক্ষক তাহার প্রতিবেদনে উহা উক্ত কোড বা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদির শর্তের সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে কিনা উহা উল্লেখ করিবেন।

৪৭। গুরুত্বপূর্ণ অনিয়ম (material irregularity)—(১) জনস্বার্থ সংস্থার নিরীক্ষা পরিচালনাকালে নিবন্ধিত নিরীক্ষক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন বা তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উক্ত সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অনিয়ম সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি, অনতিবিলম্বে,—

- (ক) জনস্বার্থ সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সদস্যসহ উহার কর্মকর্তাকে উক্ত অনিয়ম সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ লিখিতভাবে অবহিত করিবেন; এবং
- (খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে, এককভাবে বা যৌথভাবে, উক্ত অনিয়মের বিষয়ে, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন লিখিতভাবে অবহিতকরণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জনস্বার্থ সংস্থা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে, নিবন্ধিত নিরীক্ষক উক্তরূপে বিষয়টি, তদ্ব্যবস্তি উপযুক্ত বর্ণিত বিবেচিত অন্যান্য তথ্যসহ, কাউন্সিল, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে অবহিত করিবেন।

৪৮। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের স্বাধীনতা।—একজন নিরীক্ষক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তিনি কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত চর্চা কোড এর পরিপন্থী কোন কাজ করিবেন না অথবা নিরীক্ষক হিসাবে তাহার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে এইরূপ কোন কাজে জড়িত হইবেন না।

৪৯। স্বার্থের সংঘাত।—একজন নিবন্ধিত নিরীক্ষক জনস্বার্থ সংস্থার সংবিধিবদ্ধ (statutory) নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োজিত থাকাকালীন নিরীক্ষা কার্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য সম্পাদন করিবেন না।

৫০। নিবন্ধন বাতিল, ইত্যাদি।—কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত যে কোন কারণে একজন নিরীক্ষকের নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে, যদি নিরীক্ষক—

- (ক) অসাধু পন্থায় বা মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নিবন্ধন লাভ করেন;
- (খ) নিবন্ধনের শর্ত রক্ষা করিতে অক্ষম হন;
- (গ) এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত স্ট্যান্ডার্ডস, গাইডলাইন, বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান লঙ্ঘন করেন।

অষ্টম অধ্যায়

জনস্বার্থমূলক নজরদারি

৫১। পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগীতায় জনস্বার্থমূলক নজরদারি।—(১) কাউন্সিল এবং পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠানসমূহ, একক এবং, ক্ষেত্রমত, যৌথভাবে পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠানের সনদে উল্লিখিত পেশাগত ও ব্যবসায়িক আচরণের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখাসহ একাউন্টেন্সি পেশার প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জনস্বার্থমূলক দায়বদ্ধতা পূরণ করিবে।

(২) কাউন্সিল এবং পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্থিক রিপোর্টিং ও নিরীক্ষা চর্চার উন্নয়ন এবং উহা পর্যালোচনার জন্য কৌশল ও নীতি নির্ধারণী বিষয়াদিসহ সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে প্রতি বৎসর অন্যান্য ২(দুই) বার পর্যালোচনা সভায় মিলিত হইবে।

নবম অধ্যায় স্ট্যান্ডার্ডস নির্ধারণ ও পরিবীক্ষণ

৫২। ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস।—(১) কাউন্সিল, জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের জন্য ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন বা উন্নয়নপূর্বক উহা জারী এবং সময় সময় হালনাগাদ করিবে, এবং নিশ্চিত করিবে যে, উক্ত স্ট্যান্ডার্ডসমূহ ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ এবং তদুদ্দেশ্যে কাউন্সিল উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন গাইডলাইন জারি করিবে, যাহাতে জনস্বার্থ সংস্থাসমূহ উক্ত স্ট্যান্ডার্ড অভিন্নভাবে পালন করিতে পারে।

(২) কাউন্সিল আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক সরলীকৃত আর্থিক রিপোর্টিং কাঠামো এবং স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করিবে।

(৩) কাউন্সিল প্রয়োজনে, অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রণীত পৃথক সরলীকৃত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

(৪) কাউন্সিল এই ধারার অধীন উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে কোন সহায়তা চাওয়া হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৫৩। অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস।—(১) কাউন্সিল অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন বা উন্নয়নপূর্বক উহা জারী ও হালনাগাদ করিবে এবং নিশ্চিত করিবে যে, জারীকৃত উক্ত স্ট্যান্ডার্ডসমূহ ইন্টারন্যাশনাল অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড এ্যাসুরেন্স বোর্ড কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস এবং নিশ্চয়তা ও নৈতিকতার ঘোষণার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ।

(২) কাউন্সিল অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস এর সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন জারী করিবে।

(৩) প্রত্যেক নিবন্ধিত নিরীক্ষক তাহার পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কাউন্সিল কর্তৃক অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডসমূহে উল্লিখিত ন্যূনতম শর্ত প্রতিপালনসহ এই অধ্যাদেশের অধীন জারীকৃত বিধি, প্রবিধান, কোড বা গাইডলাইন অনুসরণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে কাউন্সিল পেশাদার একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে কোন সহায়তা চাওয়া হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৫৪। স্ট্যান্ডার্ডসমূহের প্রকাশনা।—(১) কাউন্সিল, কোন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন বা সংশোধন করিতে চাহিলে, কাউন্সিল তৎসম্পর্কে সকল আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে মন্তব্য আহ্বান করিয়া একটি নোটিশ কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অন্তত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ৩(তিন) দিন প্রচার করিবে।

(২) কোন ব্যক্তি জারীকৃত স্ট্যান্ডার্ড এর উপর মন্তব্য দাখিল করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নোটিশ প্রচারের পর কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাউন্সিলের নিকট লিখিতভাবে উহার মন্তব্য দাখিল করিতে পারিবে।

(৩) কাউন্সিল এই ধারার অধীন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডসমূহ প্রণয়ন বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে উহা চূড়ান্ত করিবার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত মন্তব্য বিবেচনা করিবে।

৫৫। জনস্বার্থ সংস্থাসমূহ কর্তৃক স্ট্যান্ডার্ডস প্রতিপালন।—কোন আইনের অধীনে জনস্বার্থ সংস্থা কর্তৃক কোন আর্থিক বিবরণী বা প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবার বাধ্যবাধকতা থাকিলে উক্ত সংস্থা ইহা নিশ্চিত করিবে যে, আর্থিক বিবরণী বা প্রতিবেদন উক্ত আইন এবং কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড, বিধি, কোড বা প্রবিধানসমূহ অনুসরণক্রমে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

৫৬। আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদনের পরীক্ষণ।—(১) কোন জনস্বার্থ সংস্থা কর্তৃক আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন কোন সরকারি দপ্তরে বা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিলে, কাউন্সিল বা তদকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্ত আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন এই অধ্যাদেশ অনুসরণপূর্বক প্রণয়ন করা হইয়াছে কিনা তাহা পর্যালোচনা করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিল বা তদকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তথ্য বা ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে—

(ক) জনস্বার্থ সংস্থার যে কোন কর্মকর্তা বা পরিচালক;

(খ) আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জনস্বার্থ সংস্থার কর্মকর্তা;

(গ) জনস্বার্থ সংস্থার আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন নিরীক্ষার জন্য নিযুক্ত নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা ফার্ম।

(৩) কোন জনস্বার্থ সংস্থা উহার বার্ষিক আর্থিক বিবরণী বা প্রতিবেদন কোন সরকারি দপ্তর বা কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিলে, উক্ত আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিবে।

(৪) কাউন্সিল, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্র ও তথ্য সহযোগে, যে কোন জনস্বার্থ সংস্থার নিকট হইতে উহার আর্থিক বিবরণী বা প্রতিবেদন তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিলের জন্য আদেশ দিতে পারিবে।

৫৭। জনস্বার্থ সংস্থার নিরীক্ষকদের চর্চা পুনরীক্ষণ (practice review)।—কাউন্সিল বা তদকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা, একজন নিরীক্ষকের চর্চা পুনরীক্ষণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে—

(ক) সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষক বা তাঁহার অংশীদার, কর্মচারী বা সহায়ক কোন ব্যক্তির দখলে থাকা বা নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা যে কোন প্রাসঙ্গিক বহি, দলিল ও রেকর্ড পরিদর্শন ও অনুলিপি সংগ্রহ করিতে পারিবে; এবং

(খ) যে কোন অংশীদার, কর্মচারী বা সহযোগী ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্য বা ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে।

৫৮। ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণ না করা।—(১) কাউন্সিলের নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন জনস্বার্থ সংস্থা এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোন আইনের অধীন ইস্যুকৃত কোন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস, কোড বা গাইডলাইন অনুসরণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, বা জনস্বার্থ সংস্থার আর্থিক বিবরণী বা প্রতিবেদনের গুরুত্ব বিকৃতি ঘটাইয়াছেন, তাহা হইলে কাউন্সিল উক্ত জনস্বার্থ সংস্থাকে উক্ত স্ট্যান্ডার্ডসমূহ না অনুসরণ করিবার ব্যাপারে সতর্ক করিতে পারিবে বা উক্ত স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণক্রমে অবিলম্বে উহার আর্থিক বিবরণী বা প্রতিবেদন পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন জনস্বার্থ সংস্থাকে নির্দেশ প্রদান করা হইলে, উক্ত নির্দেশ প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত জনস্বার্থ সংস্থা উহার আর্থিক বিবরণী সংশোধন বা পরিবর্তন করিবে এবং সংশোধিত বা পরিবর্তিত আকারে প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর বা কর্তৃপক্ষের নিকট উহা পুনঃউপস্থাপন করিবে।

দশম অধ্যায়
অপরাধ, দণ্ড, ইত্যাদি

৫৯। অপরাধ ও দণ্ড।—যদি কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের বিধান লংঘন করেন, তিনি অনধিক ৩(তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনূন ৫(পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং অপরাধ অব্যাহত থাকার ক্ষেত্রে প্রতি দিনের জন্য অনধিক ৩(তিন) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬০। আদেশ লংঘনের জন্য প্রশাসনিক জরিমানা ও দণ্ড।—যদি কোন ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত কাউন্সিলের কোন আদেশ বা নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকার করেন বা ব্যর্থ হন, তাহা হইলে—

- (ক) কাউন্সিল উক্ত ব্যক্তির উপর প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা হিসাবে আরোপ করিতে পারিবে; বা
- (খ) উহা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৬(ছয়) মাসের কারাদণ্ড বা অনূন ২(দুই) হাজার টাকার অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং অপরাধ অব্যাহত থাকার ক্ষেত্রে প্রতি দিনের জন্য অনধিক ৫(পাঁচ) শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬১। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।—এই অধ্যাদেশের অধীন যদি কোন কোম্পানী কর্তৃক কোন অপরাধ সংঘটিত হয় তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা যিনি এই অপরাধ সংঘটনকালে কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, তিনি অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায়—

- (ক) “কোম্পানী” বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, সমিতি ও সংগঠনকে বুঝাইবে; এবং
- (খ) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে “পরিচালক” বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকে বুঝাইবে।

৬২। অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ।—কাউন্সিল কর্তৃক লিখিতভাবে সাধারণ বা বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত উহার কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

৬৩। অন্য আইনের অধীন ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ না করা।—এই অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধান এর অধীন গৃহীত কার্যধারা বা ব্যবস্থা অন্য কোন আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থার অতিরিক্ত হইবে এবং উক্তরূপ ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

৬৪। অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা।—(১) কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত যে কোন বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করিতে বা তদন্ত পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে পারিবে—

- (ক) কোন নিবন্ধিত নিরীক্ষকদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যে কোন অসৎ চর্চা, অবহেলা, পেশাগত অসদাচরণের অভিযোগ;
- (খ) কোন নিবন্ধিত নিরীক্ষা কর্তৃক চর্চা কোড এর লংঘন; এবং
- (গ) ধারা ৪৭ অনুযায়ী পেশকৃত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মের সংঘটন।

(২) অভিযোগ তদন্তের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের নিম্নবর্ণিত যে কোন ক্ষমতা থাকিবে—

- (ক) সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষক বা জনস্বার্থ সংস্থার পরিচালক বা কর্মকর্তাকে অভিযোগের প্রকৃতি জানাইয়া অবহিতকরণ;
- (খ) সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষক, তাহার অংশীদার, কর্মচারী, সহযোগী ব্যক্তি, জনস্বার্থ সংস্থার পরিচালক বা কর্মকর্তাকে বা স্বাক্ষর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণসহ জিজ্ঞাসাবাদকরণ;
- (গ) প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি তলব ও উহার অনুলিপি সংরক্ষণ; এবং
- (ঘ) কোন সরকারি দপ্তর বা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন পুনরীক্ষণ।

(৩) প্রত্যেক জনস্বার্থ সংস্থা, উহার পরিচালকগণ ও কর্মকর্তাগণ অথবা জনস্বার্থ সংস্থার নিরীক্ষক, তাহার অংশীদার, কর্মচারী বা সহযোগী ব্যক্তি তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণাবধানে থাকা যে কোন প্রাসঙ্গিক বহি, রেকর্ড, বা দলিল কাউন্সিলের নিকট দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) জনস্বার্থ সংস্থার কোন কর্মকর্তা, পরিচালক, কর্মচারী বা জনস্বার্থ সংস্থার কোন নিরীক্ষক কোন তথ্য গোপন করিতে পারিবেন না বা তাহাকে জিজ্ঞাসিত কোন প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না বা তাহার নিয়ন্ত্রণাবধানে থাকা কোন প্রাসঙ্গিক বহি, দলিল বা রেকর্ড উপস্থাপন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

(৫) এই ধারার কোন কিছুই জনস্বার্থ সংস্থার কোন নিরীক্ষক, তাহার অংশীদার, কর্মচারী বা সহযোগী ব্যক্তি অথবা জনস্বার্থ সংস্থা বা উহার পরিচালক বা কর্মকর্তাকে কোন বহি, দলিল, রেকর্ড উপস্থাপন করিতে বাধ্য করিবে না, যদি—

- (ক) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ বা অন্য কোন আইনের অধীন গোপনীয় বলিয়া স্বীকৃত হয়; এবং
- (খ) প্রচলিত আইন অনুসারে যতটুকু তথ্য প্রকাশ করা যায় উহা ব্যতীত একজন আইজীবীর সহিত যোগাযোগের উদ্দেশ্যে পক্ষে উল্লিখিত বিষয় হয়।

৬৫। অপরাধের বিচার, ইত্যাদি।—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধসমূহ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act No. XL of 1958) এর তফসিলভুক্ত অপরাধ গণ্য কেবল স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধসমূহের বিচার ও আপীল নিম্পত্তির ক্ষেত্রে উক্ত Act এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৬৬। Code of Criminal Procedure, 1898 এর প্রয়োগ।—এই অধ্যাদেশ এবং উহার অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানসাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশে বর্ণিত যে কোন অপরাধের তদন্ত এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) প্রযোজ্য হইবে।

একাদশ অধ্যায়

কতিপয় আইনের আনুষঙ্গিক সংশোধন

৬৭। ১৯৯৪ সনের ১৮নং আইনের দ্বারা ১৮৫ এর সংশোধন।—কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের আইন নং ১৮) এর—

- (ক) দ্বারা ১৮৫ এর উপ-দ্বারা (২) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-দ্বারা (২ক) ও (২খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(২ক) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর ধারা ২(৯) এ সংজ্ঞায়িত “জনস্বার্থ সংস্থা” হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কোন কোম্পানীর দায়িত্ব হইবে উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৫২ এবং ৫৩ এর বিধান অনুযায়ী ইস্যুকৃত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রস্তুতকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি উপস্থাপন করা;

(২খ) জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর রেজিস্ট্রার এরূপ কোন কোম্পানী কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন না, যদি না উহা নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ উপস্থাপিত হয়।”;

(খ) ধারা ১৯০ এর উপ-ধারা (১) এর প্রথম শর্তাংশের পর দ্বিতীয় শর্তাংশ হিসাবে নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“আরও শর্ত থাকে যে, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর ধারা ২(৯) এ সংজ্ঞায়িত জনস্বার্থ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে ব্যালেন্স শীট বা লাভ-ক্ষতি বা আর-বায়ের হিসাব দাখিল করিতে পারিবে না, যদি না উক্ত আর্থিক বিবরণ উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৫২ এবং ৫৩ অনুসারে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল কর্তৃক ইস্যুকৃত স্ট্যান্ডার্ডসমূহ অনুসরণ করা হয়।”;

(গ) ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“(৫) কোন ব্যক্তি কোন জনস্বার্থ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কোন কোম্পানীর নিরীক্ষক হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি না তিনি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর ধারা ৪০ এর অধীন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল কর্তৃক একজন নিরীক্ষক হিসাবে নিবন্ধিত হন।”।

৬৮। P.O.No. 2 of 1973 এর Article 2(1) এর সংশোধন।—Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O.No 2 of 1973) এর—

(ক) article 2 এর clause (1) এর sub-clause (d) এর পর নিম্নরূপ sub-clause (dd) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(dd) “Financial Reporting Council” means the Financial Reporting Council established under section 4 of the Financial Reporting Ordinance, 2008.”;

(খ) article 8 এর পর নিম্নরূপ article 8A সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(8A) The Institute shall ensure that all members of the Institute shall comply with the auditing standards issued by the Financial Reporting Council pursuant to section 53 of the Financial Reporting Ordinance, 2008.”;

(গ) article 9 এর sub-clause (vi) এর প্রাপ্তিস্থিত ফুলস্টপের পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ sub-clause (vii) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“(vii) has been removed from the membership of the Institute on being found on inquiry not to have complied with the auditing standards issued by the Financial Reporting Council pursuant section 53 of the Financial Reporting Ordinance, 2008.”;

(ঘ) article 13 এর পর নিম্নরূপ article 13A সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“13A. The functions of the Institute shall be subject to the public-interest oversight of the Financial Reporting Council in accordance with section 51 of the Financial Reporting Ordinance, 2008, which shall ensure that the Institute meets its responsibilities to maintain high professional standards and develop the accounting profession.”।

৬৯। Ord. No. LIII of 1977 এ নূতন section এর সন্নিবেশ।—Cost and Management Accountants Ordinance, 1977 (Ord. No. LIII of 1977) এর section 14 এর পর নিম্নরূপ section 14 A সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“14A. The functions of the Institute shall be subject to the public-interest oversight of the Financial Reporting Council in accordance with section 51 of the Financial Reporting Ordinance, 2008, which shall ensure that the Institute meets its responsibilities to maintain high professional standards and develop the accounting profession.”।

৭০। ১৯৯১ সনের ১৪ নং আইনের ধারা ৩৮ এর সংশোধন।—ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর পর একটি নূতন উপ-ধারা (১ক) ও (১খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর ধারা ২(৯) এ সংজ্ঞায়িত “জনস্বার্থ সংস্থা” হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যাংক কোম্পানীর কর্তব্য হইবে উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৫২ এর বিধান অনুযায়ী ইস্যুকৃত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রস্তুতকৃত ব্যালেন্স শীট ও লাভ-ক্ষতির হিসাব, এবং ধারা ৫৩ এর বিধান অনুযায়ী ইস্যুকৃত অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রস্তুতকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি উপস্থাপন করা।

(১খ) বাংলাদেশ ব্যাংক ও জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর রেজিস্ট্রার এরূপ কোন কোম্পানী কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন না, যদি না উহা নিবন্ধিত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ উপস্থাপিত হয়।”।

৭১। ১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।—আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২৩ এর পর একটি নূতন ধারা ২৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“২৩ক। নিরীক্ষকের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা।—ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর ধারা ২(৯) এ সংজ্ঞায়িত “জনস্বার্থ সংস্থা” হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হইবে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অধ্যাদেশের ধারা ৫২ এর বিধান অনুযায়ী ইস্যুকৃত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রস্তুতকৃত ব্যালেন্স শীট ও লাভ-ক্ষতির হিসাব, এবং ধারা ৫৩ এর বিধান অনুযায়ী ইস্যুকৃত অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণে প্রস্তুতকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি উপস্থাপন করা।”।

৭২। বীমা অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৪৭ নং অধ্যাদেশ) এর সংশোধন।—বীমা অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৪৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) ও (৫) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“(৪) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর ধারা ২(৯) তে সংজ্ঞায়িত “জনস্বার্থ সংস্থা” হিসাবে প্রতিষ্ঠিত বীমাকারীর দায়িত্ব হইবে উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৫২ এর বিধান অনুযায়ী ইস্যুকৃত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রস্তুতকৃত ব্যালেন্স শীট এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব, এবং ধারা ৫৩ এর বিধান অনুযায়ী ইস্যুকৃত অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণে প্রস্তুতকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা।

(৫) উক্ত কর্তৃপক্ষ কোন বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন না, যদি না উহা কোন নিবন্ধিত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ উপস্থাপিত হয়।”।

দ্বাদশ অধ্যায়
বিবিধ

৭৩। প্রকাশনা।—(১) কাউন্সিল সময় সময় উহার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অফিসিয়াল বুলেটিন প্রচার করিবে।

(২) কাউন্সিলের একটি অফিসিয়াল ওয়েব সাইট থাকিবে যাহাতে কাউন্সিল উহার প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদর্শন করিবে এবং ই-বুলেটিন প্রচার করিবে।

৭৪। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ।—এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত বলিয়া বিবেচিত কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তিনি কাউন্সিল বা উহার কমিটির কোন সদস্য বা কাউন্সিলের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা রুজু করিতে পারিবে না।

৭৫। অব্যাহতি।—এই অধ্যাদেশের নবম অধ্যায়ের বিধানাবলী ধারা ২(৯) (খ) তে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে ২০১০ সালের ৩০ জুন সময় পর্যন্ত কার্যকর হইবে না।

৭৬। ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস কর্তৃক জারীকৃত স্ট্যান্ডার্ডসমূহের হেফাজত।—এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত ও প্রকাশিত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডসমূহ এই অধ্যাদেশের অধীন অনুরূপ কোন স্ট্যান্ডার্ড প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এইরূপে বলবৎ থাকিবে যেন উহা এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত হইয়াছে।

৭৭। ফি, প্রশাসনিক জরিমানা ও চার্জসমূহ আদায়।—এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য ফি, প্রশাসনিক জরিমানা ও চার্জ Public Demand Recovery Act, 1913 (Act No. 3 of 1913) এর অধীন সরকারি দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৭৮। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।—(১) কাউন্সিল, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহ্বান করিয়া দেশের বহুল প্রচারিত অন্তত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি প্রদান করিতে চায়, তাহা হইলে উহা বিজ্ঞপ্তি জারীর ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে কাউন্সিলের নিকট পেশ করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রাপ্ত মতামত, সুপারিশ বা আপত্তি বিবেচনা করিয়া প্রবিধানমালা চূড়ান্ত করিতে হইবে।

৭৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮০। ক্রান্তিকালীন বিধান।—(১) এই অধ্যাদেশের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে যিনি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ এর সদস্য ছিলেন, তিনি এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাঁহার সদস্য সংক্রান্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করিলে, এই অধ্যাদেশের অধীন একজন পেশাদার একাউন্টেন্ট হিসাবে অনুমোদন লাভ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে—

(ক) ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ এর সদস্য, বা

(খ) একজন নিরীক্ষক, বা

(গ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিযুক্ত নিরীক্ষক, বা

(ঘ) নিজ নামে বা ফার্মের নামে নিরীক্ষা কার্য করিতেছেন এইরূপ কোন নিরীক্ষক,

এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধিত না হইয়া অথবা অনুমোদন না লইয়া এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত এবং যেক্ষেত্রে নিবন্ধন বা অনুমোদনের আবেদন করা হয় সেক্ষেত্রে আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিরীক্ষা চর্চা করিতে পারিবেন।

৮১। অধ্যাদেশের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ।—(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের ইংরেজীতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই অধ্যাদেশের অনুমোদিত ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ প্রাধান্য পাইবে।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

১৪-৯-১৪১৫ বঙ্গাব্দ

তারিখ : ২৮-১২-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সচিব।